ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৫ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | জুলাই-২০১৮/২৫৬২—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

মানবজীবনের এক অপরিহার্য্য অভ্যাস—বিপশ্যনা

সম্প্রতি মুম্বাই পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অফিস ভিসিট করে গেলেন। তার অফিসিয়াল ভ্রমণ সূচীর একটা পার্টে ছিল মেডিটেশন। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অফিসের চেয়ারম্যান, ডেপুটী চেয়ারম্যান, অন্যান্য আধিকারিকরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেই সিডিউলে। হল কানায় কানায় পূর্ণ। সম্মিলিত পোর্ট কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলছেন শ্রী সঞ্জয় ভাটিয়া, আই.এ.এস., মুম্বাই পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু বিপশ্যনা বা বিদর্শন। তিনি বললেন তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা। বিপশ্যনা ধ্যানে তিনি এতটাই আকৃষ্ট এবং উপকৃত হয়েছেন যে নিজের মধ্যে তিনি তা ধরে রাখতে পারছেননা। তাই অফিসিয়াল কর্মসূচীর মধ্যে তিনি একঘন্টার একটা সিডিউল রাখলেন মেডিটেশনের। বিদর্শন বিষয়ে দু-চার কথা বলে তিনি হল ভর্তি কর্মচারীদের আধ ঘণ্টার জন্য বিপশ্যনায় বসালেন। যাবার সময় তিনি পরামর্শ দিয়ে গেলেন নিয়মিত বিদর্শন চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার। এতে শরীর মন ভালো থাকবে, কাজের গতি বাড়বে, সুষ্ঠ বাতাবরণ তৈরি হবে। তারপর তিনি চলে গেলেন অন্যান্য কর্মসূচীতে। বিষয়টা অভিনব বটে। অন্তত আমাদের রাজ্যে।

বিপশ্যনা একটা ধ্যান যে ধ্যান মানুষের মনকে একাগ্র করে। মনোসন্নিবেশের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করে। শরীর বৃত্তিয় ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করতে শেখায়। মন একাগ্র হলে কোনো কোনো বিষয়ে সে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট হয়। অন্য কোন ঘটনা অন্য কোন বিষয় তখন তাকে বিচলিত করতে পারেনা। মন তখন যেকোনো একটি বিষয়ে লিপ্ত থাকতে শেখে। বিপশ্যনা ধ্যানের এ হোল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। মন একাগ্র হলে ছাত্ররা পড়া শোনা মনে রাখতে পারে। কর্মচারীরা সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারে।

কোন এক ছাত্রের কথা। পরীক্ষার দিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে জানলার ধারে বসে বিজ্ঞানের একটা বিষয় সে মন দিয়ে পরেছিল। সে দিনের পরীক্ষায় ঐ বিষয়টিই প্রশ্ন হয়ে এসেছিল। আশ্চর্যের বিষয় উত্তর লিখতে গিয়ে বইয়ের প্রতিটি লাইন ছবির মতন তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই কাহিনী বন্ধুবান্ধব সকলকেই বলেছিল। সে আরও বলছিল যখন সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন তার ক্লাশ টীচার 'মন' নিয়ে নানান কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন একটা আয়না দীর্ঘদিন খোলা ফেলে রাখলে তার উপর ধুলো ময়লা জমতে জমতে সে তার স্বচ্ছতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে। এক টুকরো স্বচ্ছ কাপড় দিয়ে ঐ আয়নাটি ঘষতে থাকলে তার স্বচ্ছতা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। প্রতিবিম্ব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে গেলে বিম্বের হুবহু একই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

থাইল্যান্ডে বৃদ্ধাদের জন্য স্কুল

ব্যাংকক, ১০ মে, গায়ে লাল সাদা পোশাক। মুখে হাসি। স্কুলে বাসেই চলে খোস মেজাজে গল্প। তাতে কেউ বকাবকি করেনা, অবাক হচ্ছেন? না এতে অবাক হবার কিছু নেই। আসলে এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের সকলেরই বয়স ৬০ কিংবা যাটোর্ধ্বো, তারা সকলেই ছাত্রী। প্রতি বুধবার তারা দল বেঁধে এখানে আসেন। থাইল্যান্ডের আয়ুথায়া প্রদেশের চিয়াংরাক উপজেলায় রয়েছে এই অভিনব স্কুল। মূলত নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাদের একাকিত্ব ঘোচাতে এমন স্কুলের পরিকল্পনা নিয়েছে থাইল্যান্ড সরকার। এই প্রল্পের আওতায় বৃদ্ধাদের জন্য সাপ্তাহিক স্কুল চাল হয়েছে। প্রতি বুধবার এই স্কুলে তারা একত্রিত হন। সময় কাটান। সকলেই অপেক্ষায় থাকে এই দিনটির জন্য।

৭৭ বছরের এক বৃদ্ধা জানান—"আমি বুধবার আসার অপেক্ষায় থাকি। দিনটি এলেই স্কুলের ছাত্রীদের মতো ইউনিফর্ম পড়ে স্কুলে যাই। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই। আমরা এক সঙেগ হুইহুল্লোড় করি, হাসাহাসি করি। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলায় ফিরে যাই।" ৪০ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন সমজিট। সন্তানরা এখন বড় হয়ে দুরের কর্মক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। মাঝে মধ্যে তারা দেখা করতে আসে। এই স্কুলের জন্যই তার নিঃসঙ্গতা কেটেছে। সমজিটের মতো থাইল্যান্ডে প্রায় ৭৫ লক্ষ বৃদ্ধা রয়েছে। ২০৪০ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ বলে অনুমান করছে সেই দেশের সরকার।

ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যগত ভাবে থাইল্যান্ডের বৃদ্ধরা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেই বাস করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চাকুরির জন্য সন্তানদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে হয়। আর এই সংখ্যাটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাদের এই নিঃসঙ্গতা হ্রাস করতে রাজধানী ব্যাংকক থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তরে আয়ুথায়ায় বৃদ্ধাদের জন্য এই স্কুল গড়া হয়েছে।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

প্রতিবিম্ব সেই আয়নায় দীপ্ত হয়। মনের ব্যবহারও আয়নার মতনই। মনকে যদি নিয়মিত পরিস্কার করা হয়, তাতে যদি কোন ময়লা বসতে দেওয়া না হয়, সেও অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যের মনের কথা সেখানে প্রতিফলিত হয়। মনকে একাগ্র করে অতীত দিনে নিয়ে গেলে বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে এসে অনেক কথাই প্রতিভাত হয়। সে শিশু বয়সের কথা, কিম্বা বিগত জন্মের কথা, বা তারও আগের জন্মের কথা যাই হোক না কেন। সিদ্ধার্থ গৌতম মনের স্বচ্ছতাকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েইতো তার অতীত পাঁচ শত সাতচল্লিশটি জন্মের কথা জানতে পেরেছিলেন। সেই সব কাহিনী আমাদের কাছে জাতক কথা নামে পরিচিত। স্যার আরো বলেছিলেন একটা ছোট পরীক্ষা করে দেখার কথা। সন্ধ্যের সময় পড়তে বসলে নানান পোকা আলোর কাছে উড়ে বেড়ায়। খাতার পাতায় একটা গোল দাগ দিয়ে ঐ উচ্চিংড়ের উপর মনঃসংযোগ করে বলতে হবে ঐ গোল দাগ দেওয়া যায়গায় এসে বসতে। মনের শক্তির যদি জোর থাকে তাহলে ঐ ছোট্ট একটা উচ্চিংড়ে ঠিক উড়ে এসে গোল দাগের ভিতরেই বসবে। ক্লাসের সবকটি ছেলেই সেদিন বাড়ীতে গিয়ে ঐ চর্চাই করেছিল। মনঃসংযোগের একটা প্রাথমিক পাঠ সেদিন ছেলেরা খেলার ছলেই লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে তাদেরই একজন মনঃসংযোগ করে একবার মাত্র পাঠ করে স্টেটসম্যান কাগজের এডিটোরিয়াল হুবুহু বলে দিতে পারতো। ব্যাপারটা কৌতুহল জনক। মনঃসংযোগের এ ছিল একটা অতি সাধারণ ঘটনা। আমরা বিদর্শন আচার্যা দীপা-মা'র জীবনী পাঠ করে মনঃসংযোগের এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারি। তিনি তখন বার্মা দেশে এক বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে বিদর্শনের প্রথমিক পাঠ নিচ্ছেন। একদিন চংক্রমণ করা কালীন লক্ষ্য করলেন যে তিনি আর পা ফেলে এগুতে পারছেন না। চেষ্টা করছেন কিন্তু ফলপ্রসু হচ্ছেনা। সেই সময় অপর দিক থেকে আসা কয়েকজন ব্যক্তি দেখলেন যে একটা কুকুর তার পা পেছনে থেকে কামড়ে ধরেছে। তারা দৌড়ে এসে কুকুরে হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। সেইসময় দীপা-মা মনঃসংযোগের এমন একটা অবস্থায় ছিলেন যে তিনি কুকুরের কামড় টেরই পেলেন না।

মনঃসংযোগের এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তি তার মনের গহীন কোনায় উত্থিত যেকোনো প্রকার তরঙ্গের আন্দোলন স্থির করে দিতে পারে। এটা কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়, শুধু মাত্র অভ্যাসে আয়ত এক ক্ষমতা বলা যায়।

আমরা জানি একজন জীবন্ত মানুষের শরীরে অনবরত বিদ্যুৎ তরঙ্গের উৎপত্তি হচ্ছে। এই তরঙ্গ শরীরকে উষ্ণ রাখে, নানান শরীর বৃত্তীয় কাজে শক্তি যোগায়, শরীরের স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি। স্নায়ুতন্ত্র কোনও কারণে উত্তেজিত হলে শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ছন্দহানি হয়। শরীর বৃত্তীয় ছন্দে তার নানান রকমের প্রভাব পরে। এসব এতদিন আমরা ধর্মীয় গুরুদের দেশনা থেকে জানতে পারতাম। কেউ কেউ বিশ্বাস করতাম কেউ বা করতাম না। এখন বিজ্ঞানীরা সে তত্ত্ব স্বীকার করছে। আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী'র কথা ধরা যাক। তিনি তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা সাধারণ চিকিৎসায় সারাতে না পেরে বিপশ্যনা করতে এলেন। বিপস্যনা করতে করতে তিনি বিপস্যনাকে ভালোবেসে ফেললেন। মাইগ্রেনের ব্যথা কখন যে চলে গেল তিনি খেয়ালই করলেন না। এমনটাই হয়। বিপস্যনা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা হ্রাস করে। স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা হ্রাস পেলে তা ছন্দবদ্ধ হয়। শরীর রোগ মুক্ত হয়। এ হোল বিপস্যনার প্রাথমিক কথা। রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতন সাধারণ মানুষ একটা রোগ-ব্যধি মুক্ত সাধারণ জীবন পেলে খুশী। বিপস্যনা তাকে তাই দেয়। শ্রী সঞ্জয় ভাটিয়া সেই সুখের সন্ধান পেয়েছেন। তাই তিনি খুশী। তিনি অভিভূত। তিনি সেই সুখ সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে চান।

এমন কথা আরো অনেকে বলেছেন। কিরন বেদী দিল্লী জেলে বিপশ্যনা চর্চা চালু করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে স্কুলে নিয়মিত বিপশ্যনার ক্লাস হয় সেখানে জেলের কয়েদীদের জন্যও বিপশ্যনা চর্চা করা হয়, সরকারী কর্মচারীদের বিপশ্যনা কোর্সে যোগদেবার জন্য বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা আছে, রাজস্থানেও জেলে বিপশ্যনা চর্চা শুরু য়েছে, উত্তর প্রদেশে সিভিল ডিফেন্স কর্মচারীদের জন্য বিপশ্যনা চালু করা হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে বিপশ্যনা কোর্সে যোগদানেচ্ছু কর্মচারীদের বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে এ বিষয়ে কোন চেতনাই নেই। অথচ ভারতবর্ষে বিপশ্যনা চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন অনাগারিক মুনীন্দ্র, দীপা-মা, রাষ্ট্রপাল মহাথেরো প্রমূখ প্রণম্য ব্যক্তিরা। এঁদের কাছ থেকে বিপশ্যনা শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমের মানুষেরা সে দেশে ফিরে গিয়ে ধ্যানকেন্দ্র নির্মাণ করেছেন; গুরুজী গুরুমা'র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই ধ্যানকেন্দ্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরও বিদর্শনচর্চার ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করতে এই শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।। এই কেন্দ্রকে আশ্রয় করে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে এক বিপুল সাড়া পরে গিয়েছিল। সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা কোলকাতায় তিনটি শিবির করেন। প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির আরো বহু ধ্যানানুরাগী সহ সেই শিবিরে যোগদান করেন। পরে সেই সব ধ্যানানুরাগীদের নিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত মিত্র পরিষদে নিয়মিত ধ্যানচর্চা চলত। পরবর্তীকালে বড়ুয়া বেকারীর পক্ষ থেকে তাঁকে তিন কাঠা জমি দান করা হলে সেই জমিতে গড়ে ওঠে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র ভবন। কলকাতার বাঙালী বৌদ্ধদের জন্য বিদর্শন চর্চার এটা এক স্থায়ী কেন্দ্র।

বুদ্ধগয়ায় রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রেও বিদর্শন চর্চা হয়। ভারত বর্ষে এই সাধনা কেন্দ্রই বিদর্শন চর্চার পথিকৃৎ বলা যায়। এখন সেখানে বছরে একটা দশ দিনের ধ্যান শিবির হয়। তাছাড়া সারা বছরই আগত তীর্থযাত্রীরা কেউ না কেউ সেখানে একক ধ্যানের চর্চা করে থাকেন।

বিদর্শন ধ্যান একটি প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই সিদ্ধার্থ গৌতম বোধি প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন। অতঃপর তিনি মানুষকে এই ধ্যান পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। সেই কারণে অনেকে এটাকে বৌদ্ধ ধ্যান পদ্ধতি বলে মনে করেন। কিন্তু আদতে তা মোটেই নয়। শরীর অসুস্থ হলে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। সেই ওষুধের গায়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এমন কোন ছাপ থাকেনা। ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই তা সেবন করতে পারে। বিপশ্যনাও ঠিক তাই। গোয়েঙ্কাজীর ধ্যানশিবির গুলিতে সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষই যোগ দিচ্ছে। তারা উপকৃত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর দুনিয়া এক বেগবান দুনিয়া। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মানুষকে দিনরাত ছুটতে হচ্ছে। অফিসে কারখানায় হাজিরায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্রাম অথবা ফাঁকি দেবার ফুরসত নেই। এর উপরে রয়েছে পারিবারিক দায়িত্ব ও নানা ঝামেলা। মনের উপর নার্ভের উপর এক বিপুল চাপ। এই চাপ থেকে মুক্ত হতে তৈরি হচ্ছে নানান স্ট্রেস রিলিফ পোগ্রাম। মহেশ যোগীর ট্রান্সিডেন্টাল মেডিটেশন, ব্রহ্মকুমারীদের মেডিটেশন, শ্রী মাতাজী নির্মলাদেবীর সহজ যোগ এমন বহু ধ্যান ও যোগ পদ্ধতি মানুষ অবলম্বন করছে। তবে বিপশ্যনা ধ্যানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করেছে। তারা উপকার পেয়েছে। তাই সঞ্জয় ভাটিয়ার মতন মানুষ কলকাতায় এসে তার সীমিত ক্ষমতায় এর উপকারিতা ব্যক্ত করে গেলেন। সঞ্জয় ভাটিয়াকে ধন্যবাদ।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

২৫৬৩ তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল ২৫৬২ তম বুদ্ধজয়ন্তী ঃ বিগত ২৯ এবং ৩০ শে এপ্রিল ২০১৮ মধ্যকোলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" ব্যবস্থাপনায় এবং পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের" সহযোগিতায় ২৫৬২তম বুদ্ধজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে ২৯ এপ্রিল সকালে স্থানীয় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও পথ্যাদি বিতরণ করা হয়। অতঃপর বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনাকক্ষে বিশ্বশান্তি কামনায় সমবেত বুদ্ধপূজা ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ এবং ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ। পরবর্তীতে, ৩০শে এপ্রিলের সকালে আয়োজিত হয় একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরটি পরিচালনা করেন ডা. অভী রাহা। অপরাহ্ন ৫.৩০ টায় বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় মুখ্য বক্তারূপে অংশগ্রহণ করেন Asiatic Sociatyর Research Officer Dr. Bandana Mukherjee. বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক রাহুল বড়ুয়া এবং মুখ্য ধর্মালোচক রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। সভায় উপস্থিত সুধীমন্ডলী আলোচকদের বক্তব্যর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সম্মিলিত সংগঠনসমূহ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল ২৫৬২ তম বুদ্ধ জয়ন্তী ঃ বিগত ২৯শে এপ্রিল ২০১৮, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে অবস্থিত "নিমপীঠ বুদ্ধ বিহারে" আটটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল ২৫৬২তম বুদ্ধজয়ন্তী। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ছিল "আম্বেদকর সোসাল ওয়েলফেয়ার মিশন" (নিমপীঠ) এবং "বৌদ্ধ মহামিলন সংঘ" (কোলকাতা)। সহযোগী সংস্থাগুলি হল "বৌদ্ধদর্শন পাঠচক্র" (বারুইপুর) "পৌন্ড্র মহাসংঘ" (গড়িয়া), "ড. বি. আর. আম্বেদকর সোসাইটি" (দঃ বারাসত), "মূলনিবাসী সমিতি" (সোনারপুর), "প্রকৃতি সেবাশ্রম সংঘ" (গড়িয়া), "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন" (কোলকাতা)। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তাগণ ব্যক্ত করেন যে বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীল, দশ-পারমিতা, অষ্টাঙ্গিকমার্গ আজও প্রাসঙ্গিক এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মানুষকে আলোর পথ দেখায়। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে "আম্বেদকর সোসাল ওয়েলফেয়ার মিশন" এর সম্পাদিকা শ্রীমতি মমতা রায় এবং "বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের" সম্পাদক শ্রী অরুণ বড়ুয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন ঃ বিগত২৬শে মে ২০১৮ (শনিবার) সল্টলেকস্থ তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পালিত হল ২৫৬২ তম বুদ্ধজয়ন্তী। উক্তদিনে সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় সল্টলেকের Midland Housing Complex-এর Commity Hall এ আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং সংগীতের মাধ্যমে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের পূর্বতন বিচারক শ্রী অরুণাভ বড়ুয়া, মুখ্য ধর্মালোচক রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষু এবং বিশেষ বক্তার ভাষণ প্রদান করেন ডা. অঙ্কুর বড়ুয়া। বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক শ্রী অরূপ রতন চৌধুরীর আবৃত্তি সকলকে আনন্দ প্রদান করে। শ্রীমতি তনুশ্রী বড়ুয়া এবং শ্রীমতি মেরী বড়ুয়া সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া।

ইউনাইটেড বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে সম্মিলিত সংগঠন সমূহের বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন ঃ বিগত ৩০শে এপ্রিল ২০১৮ কোলকাতা "রানী রাসমনি রোডে" ইউনাইটেড বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে বৌদ্ধ সংগঠন সমূহ সম্মিলিতভাবে ২৫৬২তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলেন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সরকারি ছুটি ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রির প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই দিনটিকে "বিশ্ব শান্তি দিবস" রূপে পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বুদ্ধগয়া কান্ডে জড়িত সন্দেহে জে.এম.বি. জঙ্গি গ্রেফতার

কলকাতা ১২ই জুন, বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ কান্ডে ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতার স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এস.টি.এফ.)।

এস.টি.এফ সুত্রের খবর, ১১ই জুন সকালে হুগলির ব্যান্ডেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছ থেকে জে.এম.বি. জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় হাজিবুল্লা নামে বছর সাতান্নর এক ব্যক্তিকে। ধৃতের বাড়ী মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। এই দিন তাকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করানো হলে ২৪শে জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এস.টি.এফ. সুত্রের খবর হাজিবুল্লা মূলত জে.এম.বি.-র স্লিপার সেল হিসাবে কাজ করত। অভিযোগ, চলতি বছরের জানুয়ারিতে বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণ কান্ডে জড়িত ছিল হাজিবুল্লা। একাধিকবার সে বিস্ফোরক পৌঁছে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও সেই অভিযান সফল হয়নি। সেই সময় বুদ্ধগয়ায় ছিলেন তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা। তারপরই মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে আই.এস-এর ৫ জঙ্গিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, এরা বুদ্ধগয়ার হামলার চক্রান্তে যুক্ত ছিল।

প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে ২০১৩ সালের ৭ই জুলাই বুদ্ধগয়ায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ডের ৫ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল বিশেষ এন.আই.এ. আদালত।

অতঃপর চলতি বছরের জানুয়ারিতে বুদ্ধগয়ায় দলাই লামা ভ্রমণের সময় সেখানে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু সঠিক সময়ে চোখে পড়ে যাওয়ায় বিস্ফোরকগুলি নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছেন এন.আই.এ-র তদন্তকারীরা। তারা ধৃত হাজিবুল্লাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, নুর মহম্মদের নির্দ্দেশেই সে ল্যান্ডমাইনগুলি সাপ্লাই করেছে। জেরায় হাজিবুল্লা আরও জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদ থেকে কাটোয়া হয়ে ব্যান্ডেলে এসে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোয়েন্দারা ধরে ফেলায় সব ছক ভেস্তে যায়।

বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রায় আট দিনের প্যাকেজ আই.আর.সি.টি.সি-র

নয়াদিল্লী ২৫, জুন, এই বছরের শেষদিকে যদি গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধগয়া, রাজগীর, নালন্দা ঘোরার পরিকল্পনা থাকে তাহলে আই.আর.সি.টি.সি-কে বেছে নেওয়াই ভাল। এই সংস্থা "বুদ্ধিষ্ঠ সার্কিটে" স্পেশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে আটদিনের সফর শুরু করছে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর। আটদিনের এই প্যাকেজে খাওয়া-দাওয়াসহ গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান বুদ্ধগয়া, নালন্দা, সারানাথ কুশীনগর, লুম্বিনী ও রাজগীরের মত ধর্মীয় স্থান সমূহ ঘুরে দেখার সুযোগ থাকছে। ২০১২ নম্বরের এই বিশেষ ট্রেনটির প্রিমিয়াম শ্রেণীর ভাড়া ৭৮,৭১৩ টাকা, সেকেন্ড এ.সি. ট্রেনে (টু টায়ার) খরচ জনপ্রতি ৬৪,৪০২ টাকা।

এই বিশেষ ট্রেনটি শুধুমাত্র বুদ্ধসার্কিট গন্তব্যের যাত্রীদের জন্য, অন্য কোন যাত্রী এই ট্রেনে উঠতে পারবেন না। এই ট্রেনটিতে ২৪ ঘণ্টা বেসরকারী রক্ষী, যাত্রী নিরাপত্তার পাহারায় থাকবে। পর্যটকরা পছন্দমতো গরম (আমিষ ও নিরামিষ) স্ন্যাকস্, নরম পানীয় পাবেন। বেড়ানোর পথে বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, লুম্বিনী, রাজগীর, বারানসী ও আগ্রা সংলগ্ন শহরের নামী স্বাচ্ছন্দময় হোটেলে থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

এই প্যাকেজের যাত্রা শুরু হবে ২৯শে সেপ্টেম্বর বিকেলে দিল্লির সফদরগঞ্জ স্টেশন থেকে। পরদিন সকালে গয়ায় ট্রেনটি পৌঁছবে। যাত্রীরা বোধগয়ায় যাবেন। রাতে ওখানেই হোটেলে থাকবেন। তৃতীয় দিন যাত্রীরা রাজগীর ও নালন্দা যাবেন। সন্ধ্যায় বারানসীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। চতুর্থ দিন যাত্রীরা সকালে সারানাথ যাবেন, সন্ধ্যায় গঙ্গায় আরতি দেখবেন তারপরে গোরক্ষপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। পঞ্চম দিন সকালে গোরক্ষপুরে পৌছবেন। তারপর যাত্রীরা যাবেন লুম্বিনী ও কুশীনগরে। সাইট সিন-এর পর হোটেলে প্রাতরাশ দেওয়া হবে। সপ্তম দিন সকালে পর্যটকরা পৌঁছবেন গোন্ডা, তারপর পৌঁছবেন শ্রাবস্তী।

On his 83rd Birthday (6th July 2018) at Shiwatsel teaching ground, Leh, Ladakh. His Holiness the Dalai Lama asks wellwishers to "contribute towards global peace and happiness"

The celebration held in the august presence of His Holiness was attended by renowned Tibetan spiritual masters, reincarnate lamas, abbots including Gaden trisur Rizong Rinpoche, Thigtse Rinpoche, Drikung Chetsang Rinpoche, MP, MLA, President of Ladakh Buddhist Association, Members of Ladakh Hill Development Council, Indian officials, Chief Representative of Ladakh and thousands of Tibetans and Buddhists.

His Holiness address the tens of thousand devotees gathered at the Shiwatsel teaching ground., Ladakh.

"In the Buddhist tradition, the best offering is the offering of practice and implementation of guru's teachings. All my friends present here, I ask each one of you to do something to contribute towards creating a happier, peaceful world and cultivate peace of mind within yourself.

"Change in the world," he said, "starts with an individual. First of all, build peace of mind within yourself and then spread the message to ten friends and those 10 spreads to 10 each, then that would spread to 100, thousands, ten thousand and millions. Change begins when each one of us takes action. And this way, spread the message of love, compassion and peace.

"As you know, I am sincerely and wholeheartedly dedicated to the service of all sentient beings, and in particular the 7 billion human beings in whatever way I can.

"On this earth, there are animals, birds and countless sentient beings but we can't do much for them. However those for whom we can do something are the 7 billion human beings," said His Holiness.

"What unites all sentient beings is that we all naturally seek happiness and try to avoid suffering on the physical, mental and emotional level. Therefore, we have a collective responsibility to try to bring about the well-being and happiness of all living beings and help them overcome their suffering.

"This is the basis of hope on which I make an appeal that we all work enthusiastically to promote love and compassion and that we do our best to reduce, if not eliminate, the conflicts and violence that currently beset many parts of the world."

"Scientists say that basic human nature is compassionate. Other findings suggest that living in constant anger and hatred undermines our immune system, whereas cultivating a more compassionate attitude, in general, strengthens our physical and mental well-being.

"So there is real hope for peace and happiness on earth. Ofcourse if basic human nature is anger then we can't do anything. Because our nature is compassionate, we can promote it further through education.

"My life is guided by four principal commitments — to contribute to bringing about a more compassionate world; to encourage inter-religious harmony, to work to preserve Tibet's Buddhist culture, which is a culture of peace and non-violence, while also drawing attention to the need to protect the natural environment of Tibet and fourth commitment towards revival of Nalanda tradition in modern India".

Despite differences in their philosophical views, all the world's major religious traditions convey the same message of love and compassion. "This is why we must strive to foster inter-religious harmony for the good of all humanity".

He remarked that religious harmony is very much alive and celebrated in Ladakh and asked to spread it further.

"My third commitment is towards Tibet. Although I have left the political responsibility. I have a responsibility towards Tibetan people at large, and Tibetan culture and religion.

"Most importantly the Tibetans inside Tibet, even when they die, in their final words they mention my name. Majority of Tibetans, trust me. The Tibetan cause is a just cause and a cause for peace.

I have met with many scholars, religious leaders, and scientists. Having had discussions with them, I found that profound philosophical and logical traditions that we have in Nalanda are something very relevant in today's world.

He added that the Tibetan Language as the best language to explain this philosophical and local tradition of Nalanda. "Other languages like English and Hindi are not adequate".

"This profound Nalanda tradition is among the Tibetans and this is also relevant to all the Buddhists. At a larger scale is something of benefit to the entire world. Therefore I am committed to preserving the cultural and religious heritage of Tibet.

"So the responsibility to preserve this knowledge lies on our shoulder. We have put our lives at stake to preserve it. The Himalayan people, you also have the Kagyur and tengyur literature, so you also have the responsibility.

Referring to a text by Vasubandhu, His Holiness said efforts to preserving the Himalayan culture and religion, should be reflected through the study and training on the texts, not by building temples and statues.

His Holiness then thanked and congratulated the Himalayan Buddhists for their initiative to transform Buddhist monasteries into learning centres.

"On your initiative to turn monasteries into learning centres, I would like to congratulate you. For many years, I have been talking about this and now they are taking it into their hands to actually implement it.

Addressing the youth and children in the audience, His Holiness stressed the importance of studying psychology, philosophical ideas, logic and epistemology which are part of our Tibetan culture.

"So psychology, philosophical ideas, logic and epistemology which are part of our Tibetan culture, which

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতায় জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা কর(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

গুরুতর অসুস্থ দলাই লামা

নয়াদিল্লি ১১ই জুন, দলাই লামা গুরুতর অসুস্থ, গত দু'বছর ধরে আমেরিকাতে চিকিৎসা চলছে এই ধর্মগুরুর। সেই সময় আমেরিকার মায়ো ক্লিনিকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন অবশ্য কাক-পক্ষী কেউ টের পায়নি। পরে সর্বভারতীয় এক সংবাদসংস্থা এই খরব প্রকাশ্যে আনে। যতদূর জানা গিয়েছে, প্রস্টেটের ক্যানসারে ভুগছেন এই ধর্মগুরু। বর্তমানে দলাই লামার শরীরের বিভিন্ন অংশে এই রোগ ছড়িয়েছে বলে খবর। সংবাদ সংস্থার দাবি, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। ক্যানসারের কারণেই তিনি নাকি রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যে ভিডিওগুলি প্রকাশ্যে এসেছে সেইগুলিতেই তাঁকে বিধ্বস্ত লাগছে। হাঁটাচলা করতে সাহায্য নিতে হচ্ছে সঙ্গীদের। যদিও তিব্বত প্রশাসন সূত্রে এই খবরটা অস্বীকার করা হয়েছে। তারা বলেছে দলাই লামার অসুস্থতার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দলাইলামা দেশের বাইরে পা রাখেননি চিকিৎসার জন্য। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দলাই লামার স্বাস্থ্য নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দারা। তাঁর এই অসুস্থতার খবরে দলাই লামার উত্তরসুরি কে, তা নিয়েও জল্পনার দানা বাঁধছে। দলাই লামার বর্তমানে বয়স ৮২ বছর। দলাই লামা অবশ্য নিজেই আগে জানিয়েছিলেন তাঁর জন্মদিনে উত্তরসূরি নির্ধারনের কথা। ভারত ও চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে এই তিব্বতী ধর্মগুরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চলতি বছরে তিনি ভারতেও এসেছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনিত হল "উৎসর্জন" নাটক

সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে কলকাতা রঙ্গশীর্ষ মঞ্চস্থ করল "উৎসর্জন" নাটকটি। ভারতবর্ষে সে সময় বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির বাণী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ছুৎ-অচ্ছুত এই ভেদাভেদ না থাকায় সমাজ এই অহিংস পথে চলা শুরু করে নতুন ভাবে। গৌতম বুদ্ধের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' তাঁর অহিংস বাণী, সত্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজা স্বয়ং নিজ সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই নাটকে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" ও "পঞ্চশীল নীতি" পালনের মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত নির্বাণ লাভ হয়, সেটিই দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। একদা গৌতম বুদ্ধ শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চান এবং তাঁর মতে সেই ভিক্ষা যেন হয় জ্ঞানে ঋদ্ধ ও ত্যাগে মহান। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রমণ অনাথপিণ্ডক অনেক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে গিয়েও শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার সন্ধান পান না। শেষে এক নিঃস্ব, অসহায় বৃদ্ধা ভিখারিনী তাঁর একমাত্র সম্বল পরিধেয় বস্ত্রটি শ্রমণকে দান করেন। এই সমস্ত কাহিনী এই নাটকে ''কালারিপায়াতু'' নৃত্যশৈলীর আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। 'কালারিপায়াতু' হল পৃথিবীর প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট।

এই নাটক রচনা ও নির্দেশনা করেন মনোজিৎ মিত্র। অভিনয়ে প্রশংসার দাবি রাখেন অনাথ পিণ্ডকের চরিত্রে মনোজিৎ মিত্র। গৌতমবুদ্ধের চরিত্রে সুব্রত মুখার্জির সাবলীন অভিনয়। নৃত্যে ছিলেন কাজল হাজরা।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

সারা ভারত আসাম সংহতি মঞ্চের প্রেস বিবৃতি-১/১৮, কলকাতা

গত ৩রা জুলাই কলকাতার দৈনিক আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য্যের নিবন্ধ "আসামের নাগরিকপঞ্জি ঃ বাঙালির শরশয্যা"। লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানসহ অনসমিয়া ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণ যখন নাগরিক অধিকার হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত, সে সময় এই নিবন্ধকে কেন্দ্রকরে বিদ্বেষ-সর্বস্ব আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের পক্ষে বিষোদগার করার দায়িত্ব নিয়েছে কিছু কিছু বেসরকারী চ্যানেল ও কয়েকটি সংবাদপত্র। গত দু-তিনদিন (৪ঠা-৬ঠা জুলাই) ধরে তারা এই প্রবন্ধের লেখক ও আমাদের "সারা ভারত আসাম সংহতি মঞ্চে"র পরিচালক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ হেনে চলেছে। যার দ্বারা আসাম সংহতি মঞ্চের সম্মাননীয় পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও যশস্বী সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতাই শুধু এই অশুভশক্তি অস্বীকার করছে না,—বাঙালি বিদ্বেষের এ-হেন উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশে ভারতের গণতান্ত্রিক পরম্পরাও পদদলিত হচ্ছে।

এই অবস্থায় আমরা খুবই উদ্বেগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম রাজ্য সরকারের কাছে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আসামে এই অসহিষ্ণুতার নগ্ন অভিব্যক্তিকে একবাক্যে ধিক্কার জানান। —আসামে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসুক, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি পরাস্ত হোক।

"আসাম সংহতি মঞ্চের পক্ষে স্বাক্ষর কারী— পরিচালক মন্ডলীর পক্ষে ১। ডাঃ ডি. কে. সিংহা (সভাপতি, সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ ও বিহার বাঙালি সমিতি, অধ্যক্ষ, বিহার বাংলা একাডেমি), ২। শ্রী তপন কুমার সেনগুপ্ত (চেয়ারম্যান, অল ইন্ডিয়া বেঙ্গলি এসোসিয়েশন ও সম্পাদক, বেঙ্গল এসোসিয়েশন, দিল্লি), ৩। সংযোজক ঃ নীতীশ বিশ্বাস (সাধারণ সম্পাদক, সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ ও সম্পাদক ঐকতান গবেষণা পত্র), ৪। প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর-রোকেয়া সমিতি), ৫। শক্তি মন্ডল (সভাপতি, সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি), ৬। ডঃ পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (বিহার বাঙালি সমিতি), ৭। ডঃ জ্যোতির্ময় গোস্বামী (অম্লান আত্মীয় সভা), ৮। হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (সম্পাদক, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা), ৯। সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি), ১০। শঙ্কর চক্রবর্তী (উত্তরাখণ্ড বাঙালি সমিতি, রুদ্রপুর)।

প্রয়াত প্রদীপ কুমার বড়ুয়ার স্মরণসভা

"পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের" অন্যতম ট্রাস্টি প্রদীপ কুমার বড়ুয়া মহাশয় বার্ধক্যজনিত ব্যধিতে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর বিগত ২৪শে মার্চ (শনিবার) ২০১৮ রাত্রি ৯.৩০টায় প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতিতে "পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের" উদ্যোগে বিগত ১২ই মে ২০১৮ মধ্যকোলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" প্রার্থনা কক্ষে আয়োজিত হয় এক স্মরণসভা। প্রদীপ কুমার বড়ুয়া মহাশয় একজন সংবেদনশীল-ধার্মিক-সংগঠক ছিলেন। পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের একান্ত অনুরাগী এই মানুষটি ছিলেন, সেবামূলক কাজে নিবেদিত প্রাণ। দীর্ঘদিনব্যাপী তিনি বুদ্ধগয়ার অবস্থান করে "আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রে"-র প্রতিষ্ঠাতা ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের সেবা করেছেন এবং এই কেন্দ্রে আগত দেশী-বিদেশী পুনার্থীদের যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করেন। স্মরণসভায় উপস্থিত তাঁর আত্মীয়-পরিজনেরা ব্যক্তি প্রদীপকুমার বড়ুয়ার বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর পুত্র প্রণব বড়ুয়া স্মরণসভার আয়োজক তথা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

হরিয়ানায় দলিতদের বিক্ষোভ ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহনের হুমকি

হিসার, ২১শে জুন, এই অঞ্চলের দলিতদের প্রতি বিগত এক বছর যাবৎ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নানা কারণ দেখিয়ে বয়কটসহ বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। এর ফলে বীতশ্রদ্ধ দলিতরা সপরিবারে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের হুমকি দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসার জেলার ভাটলা গ্রামে।

ভাটলা দলিত সংঘর্ষ সমিতি (বি.ডি.এস.এস.) নামে একটি দলিত সংগঠন অভিযোগ করেছে, গ্রামের উচ্চবর্ণের সদস্যরা তাদের সামাজিক ভাবে বয়কট করেছে ১ বছর ধরে। সেই সঙ্গে অমানবিক আচরণও করছে এবং দলিত অধ্যুষিত অঞ্চলে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে কর্মচ্যুতও করিয়েছেন। এইসব ঘটনার জন্য দলিতরা মিলিত হয়ে সচিবালয়ের সামনে প্রতিবাদ জানান এবং বিক্ষোভ দেখান। সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এজন্য বি.ডি.এস.এস-র সভাপতি বলবন সিং একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন অদূর ভবিষ্যতে তারা বৌদ্ধধর্মই গ্রহণ করবেন।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা উদ্‌যাপন করল কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী

কলকাতা ২২শে জুন, কলকাতার বৌবাজারস্থ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের "কৃপাশরণ হল"-এ বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ১৫৩-তম জন্মজয়ন্তী সারম্ভরে উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি শ্রী পংকজ কুমার দত্ত মহোদয়।

সভার সূচনা পর্বে মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীমৎ বিশ্বজিৎ ভিক্ষু। এবং প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক শ্রী হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। তিনি তার ভাষণে কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের কর্মপন্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তার বক্তব্যে উঠে আসে সেই সময়কার কলকাতার মহান ব্যক্তিরা কৃপাশরনের কাজে যে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন তার বর্ণনাও।

এই সভায় নবম কৃপাশরণ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল "Practice is better Than Precepit : Buddhist Method of Teaching." হলেও তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ওই বিষয়ের উপর বাংলায় বক্তব্য রাখেন। তার আলোচনায় উঠে আসে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা। জাতকের মাধ্যমে লোকশিক্ষার কথা সহ মিলিন্দ প্রশ্ন ও বুদ্ধদেবের অবদানের কথা। এই সভায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর আলোক পাত করেন প্রধান অতিথি ডঃ আমিয় কুমার সামন্ত এবং সম্মানীয় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন শ্রী বি.এল. ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী অমলেন্দু চৌধুরী।

ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের যাত্রীনিবাসের শুভসূচনা

মধ্যকোলকাতাস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনে" সম্প্রতি যাত্রীনিবাসের শুভ সূচনা হল। সেবামূলক উদ্দেশ্যে এই যাত্রীনিবাসে তীর্থযাত্রী, দূরাগত রুগী এবং সাধারণ ভ্রমণার্থীদের ধারাবাহিকভাবে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থানের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে পাঁচটি কক্ষে যাত্রীদের বসবাসের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম, উত্তরবঙ্গ, মহারাষ্ট্রসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের যাত্রীগণ স্বল্পকালীন ভিত্তিতে এই যাত্রীনিবাসে অবস্থানের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। "পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের" এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রমের কর্মসূচী আরও কিছুটা প্রসারিত হল বলা যেতে পারে।

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—
১—১২ই আগস্ট, ২০১৮
১৭—২৫শে আগস্ট, ২০১৮
২৯শে আগস্ট—৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮
১২—২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
২৬শে সেপ্টেম্বর—৭ই অক্টোবর, ২০১৮
১০—২১শে অক্টোবর, ২০১৮
২৪শে অক্টোবর—৪ঠা নভেম্বর, ২০১৮
১৪—২৫শে নভেম্বর, ২০১৮

তিনদিনের ধ্যান শিবির—
৮—১১ই নভেম্বর, ২০১৮

দুই দিনের ধ্যান শিবির—
২৬—২৮শে জুলাই, ২০১৮

এক দিনের ধ্যান শিবির—
২৯শে জুলাই, ২০১৮
৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮
৭ই অক্টোবর ২০১৮
৪ঠা নভেম্বর, ২০১৮
১২ই আগস্ট, ২০১৮
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮
২১শে অক্টোবর, ২০১৮

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭; e-mail: info@ganga.dhamma.org

দলাই লামার জন্মদিন, সেজে উঠেছে দিল্লীর মিনি তিব্বত

নয়াদিল্লী, ৬ই জুলাই, (P.T.I.)। ৮৩ বছরে পা দিলেন তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছিল দিল্লীর মিনি তিব্বত—"মঞ্জু-কা-টিল্লা"। এই এলাকার তিব্বতী স্কুলও সাজানো হয়েছিল ভারত ও তিব্বতের পতাকা দিয়ে। সেই সঙ্গে সেন্ট্রাল টিবেটান অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনও সাংস্কৃতিক কর্মসুচি নিয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে চিরাচরিত—"**চোল কা সাম**" ও "**তুম চেন কম্পা**" পরিবেশন করা হয়। এছাড়া ছিল মিষ্টি ভাত ও বাটার চা। এইগুলি ছাড়া দলাই লামার ভারতে আগমনের ৬০ বছর উপলক্ষ্যে গত ৩১শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছে "থ্যাঙ্ক ইউ ইন্ডিয়া" নামক এক বিশেষ কর্মসূচী।

টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতি কর্তৃক স্থানীয় সফল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

কলকাতা ৭ই জুলাই, টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতি স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীগণকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করে। সংবর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৬০ জন এবং মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৫৬ জন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভার সাংসদ আহমত হাসান ইমরান, জয়েন্ট কমিশনার অব পুলিশ সুজয় কুমার চান্ডা, আই.সি.সি.আর.-এর আঞ্চলিক ডিরেক্টর গৌতম দে, সমাজ সেবী জাহিদ হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আহমত হাসান ইমরান মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধদের উজ্জ্বল উপস্থিতি উদাহরণ সহকারে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতীতে বৌদ্ধদের যে প্রভাব ছিল তারও তিনি বিশেষ উল্লেখ্য করেন। তিনি বলেন যে এই উৎসাহ ব্যঞ্জক অনুষ্ঠানটি উপস্থিত পড়ুয়াদের জীবন গড়ার কাজে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। অনুষ্ঠানের স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জীবন গড়ার বক্তব্য রাখেন।

বুদ্ধপূর্ণিমায় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী

নয়াদিল্লী ৩০শে এপ্রিল, (পি.টি.আই.) বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তাঁর বার্তা, ভারতবর্ষে কোনওদিন ধর্মীয় বিভেদ তৈরি হয়নি। অন্য কোন দেশ বা পৃথক চিন্তাভাবনার মানুষের উপর হামলার ইতিহাসও আমাদের নেই। এদেশে বসেই গৌতম বুদ্ধ মানবতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখান থেকেই যে দর্শনের জন্ম হয়েছিল, তা নিয়ে আমরা গর্বিত। সংস্কৃতি মন্ত্রকের আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে মানবিকতা এবং ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশী।

খবর একনজরে

● **পাকিস্তানে বুদ্ধমূর্তির সংস্কার ও পুনঃস্থাপন ঃ** পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় ৭ম শতাব্দীতে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুধিত বুদ্ধমূর্তি তালিবানরা ধ্বংস করেছিল, ১২ বৎসর পূর্বে। সেই বুদ্ধমূর্তি সংস্কার করা হয় ইটালি সরকারের সহযোগিতা, শিল্পীদের নৈপুন্যে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এই বিষয়ে বর্তমান পাকিস্তানী প্রশাসন ও ইটালী সরকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আশা করা যায় অঞ্চলটি পুনরায় ভ্রমণতীর্থ স্থলরূপে দূরাগত যাত্রীদের আকৃষ্ট করবে।

● **পুস্তক পর্য্যালোচনা ঃ** বিগত বৎসরে পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট শ্রী রনজিত কুমার বড়ুয়া লিখিত "বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়াচার্য বংশদীপ" শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বংশদীপ মহাস্থবিরের বিশেষ অবদান ছিল। তিনিই প্রথম চট্টগ্রামে কঠিন চীবর দান উৎসবের প্রবর্তকরূপে খ্যাত। পুস্তকটির মূল্য ১২৫ টাকা, ১০০ টাকায় কেনা যাবে। আশা করি পুস্তকটি পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

● **বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণে দোষী সাব্যস্থ পাঁচ অভিযুক্ত ঃ** পাটনা ২৫শে মে, বিহারের বুদ্ধগয়ায় ২০১৩ সালের বিস্ফোরণ কান্ডে অভিযুক্ত ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করলো পাটনার এন.আই.এ'-র বিশেষ আদালত। সম্প্রতি এই রায় দেয় বিশেষ আদালত। গত ১১ মে শেষ হয় মামলার শুনানি। রায়দানের সভয় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্তদের আদালতে হাজরি করা হয়। এন.আই.এ-র বিশেষ আদালতের বিচারক মনোজ কুমার সিনহা অভিযুক্ত উমর সিদ্দিকি, আজাহারউদ্দিন কুরেশি, হায়দার আলি, মুজি বুল্লাহ আনসারি ও ইমতিয়াজ আনসারিকে দোষী সব্যস্ত করেন। এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন।

● **শিলিগুড়ির বুদ্ধভারতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্থাপিত হল বুদ্ধমূর্তি ঃ** শিলিগুড়ি ৯, মে—বুধবার, রবীন্দ্র জয়ন্তীর পূণ্য লগ্নে শিলিগুড়ির "হায়দরপাড়ার বুদ্ধভারতী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দেবপ্রিয় বড়ুয়ার দানে ও উপস্থিতিতে সাড়ে সাত ফুট উচ্চ একটি বুদ্ধ মূর্তি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লী, কলকাতা সহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আগত ভিক্ষু সংঘের সদস্যরা সহ অন্যান্য অতিথিরা। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী জ্ঞাত করেন—এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

● **ঢাকায় নৃত্যনাট্যে গৌতম বুদ্ধের জীবন প্রদর্শন ঃ** ঢাকা ৭ই জুলাই, বিশ্বসহযোগিতা দিবসে ঢাকার জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে শিল্পী মহুয়া মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত "বুদ্ধচরিত" অবলম্বনে নৃত্যনাটকটি পরিবেশিত হল। গৌতম বুদ্ধের বেড়ে ওঠা, তাঁর মানুষের মুক্তির চিন্তার উদ্ভব ও শান্তির সন্ধ্যানে গৃহত্যাগ থেকে নির্বান পর্যন্ত পুরোটাই নৃত্যনাট্যে, স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহুয়া আরও জানান বুদ্ধচরিত-এর মাধ্যমে কার্যত তিনি এই গৌড়ীয় নৃত্যের পুনঃনির্মাণ করেছেন।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- $5'2\frac{1}{2}''$ ।

২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

৬। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420629663।

১৩। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইবার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা- । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস

১৭। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

১৯। **পাত্রী :** পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী। শিক্ষা : B.E. (Civil Engineering, BESU) শিবপুর, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। যোগাযোগ : 9933928408

প্রয়াত অঞ্জন বড়ুয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

তদীয় পত্নী **শ্রীমতি রুবী বড়ুয়া**

এবং

পুত্রকন্যাগণ ঃ পার্থ বড়ুয়া,

মলি চক্রবর্তী ও শেলী বড়ুয়া

৩২, গ্রীণ পার্ক, লেক টাউন, কলকাতা-৫৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত